সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভয়ংকর সুন্দর

চিত্রনাট্য ও ছবি : বিজন কর্মকার

আ ন ন্দ

সন্তু ও কাকাবাবুকে নিয়ে দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভয়ংকর সুন্দর

চিত্রনাট্য ও ছবি : বিজন কর্মকার

ভয়ংকর সুন্দর

ISBN 81-7756-162-6

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০১

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কিম নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৬০.০০

ভয়ংকর সুন্দর

আমি সন্তু। ভাল নাম সুনন্দ রায়চৌধুরী। বালিগঞ্জের তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনে ক্লাস এইট-এ পড়ি।
আর ওই যে পাথর মাপছেন, উনিই আমার কাকাবাবু। আজ চোদ্দ দিন হল আমরা কাশ্মীরে এসেছি।
আজ সকাল থেকে একটুও কুয়াশা নেই। পাহাড়গুলোর মাথায় বরফ। মনে হয় পাহাড়-চূড়ায় কত কত আইসক্রিম। যত ইচ্ছে খাও, কোনওদিন ফুরোবে না।
সবাই পাহাড়ে এলে আনন্দ করে, আর আমাকে সারাদিন কাকাবাবুর সঙ্গে পাথর মাপতে হয়।
পরদিন সকাল...
চলো সন্তু, আজ সোনমার্গের দিকে যাওয়া যাক। এখন সব জিনিসপত্তর গুছিয়ে নাও।
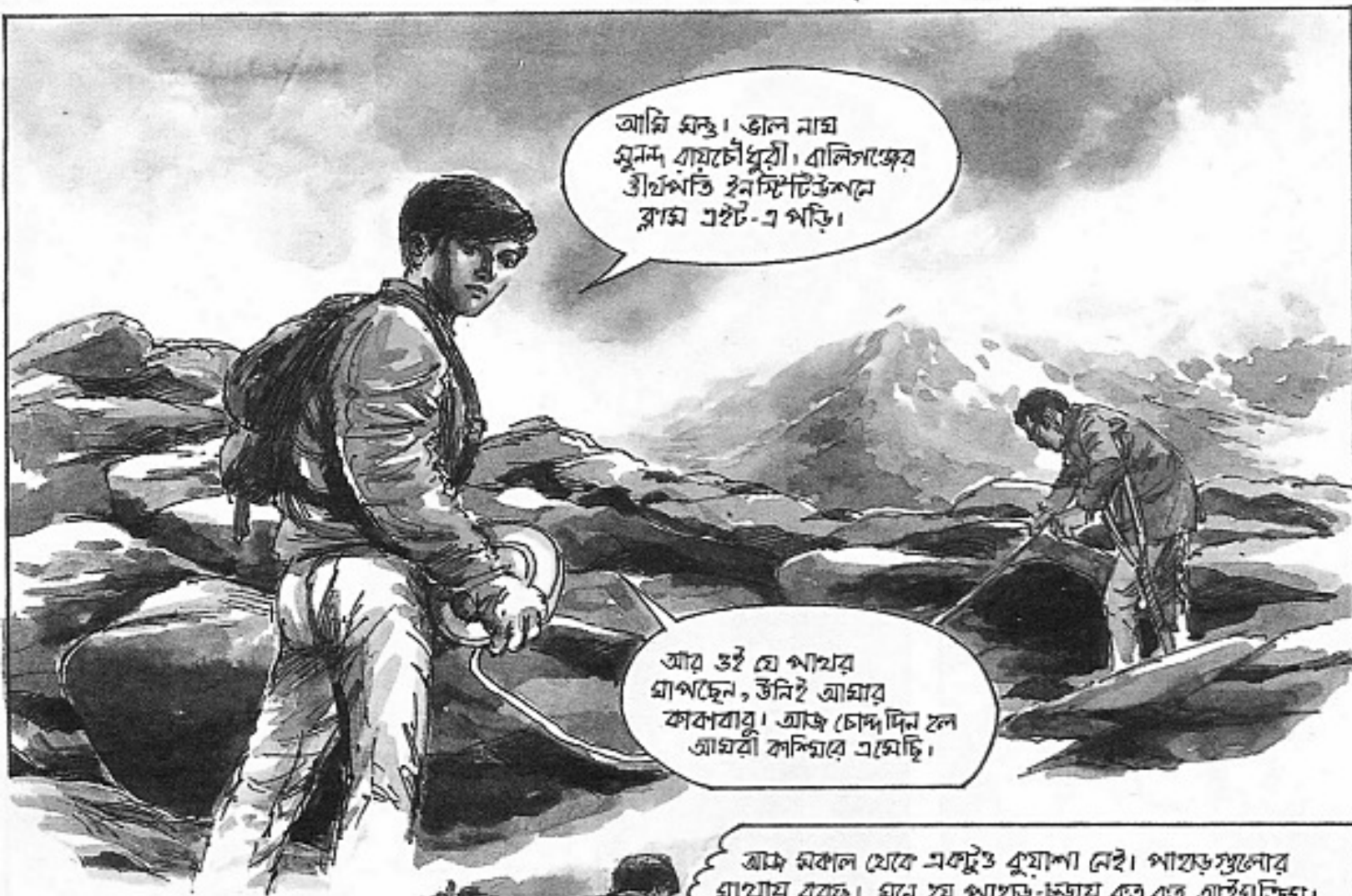
কাকাবাবু, সোনমার্গে তো আগেও গিয়েছিলাম। আবার ওখানেই যাব?
হ্যাঁ, ওই জায়গাটাই বেশি ভাল। ওইখানেই কাজ করতে হবে।
কাকাবাবু, আমরা শ্রীনগর যাব না?
না, না, শ্রীনগরে গিয়ে কী হবে? বাজে জায়গা। খালি জল আর জল। লোকজনের ভিড়।
আজ চোদ্দ দিন হল কাশ্মিরে এসেছি অথচ শ্রীনগর দেখিনি।
আমার ক্লাসের ফার্স্ট বয় দীপঙ্কর কাশ্মির থেকে ফিরে গিয়ে কত গল্প বলেছিল। আর...
... আমার কাশ্মিরের কিছুই দেখা হল না এখনও। কাকাবাবুকে শ্রীনগরের নাম বললেই বলেন, বাজে জায়গা।
কাশ্মিরে এর আগেও কাকাবাবু দু-তিনবার এসেছেন। কেন যে কাকাবাবু পাহাড়ে যাচ্ছেন, বুঝি না।
ক্রাচে ভর দিয়েও কাকাবাবু এত তাড়াতাড়ি হাঁটেন। ব্যাগ কাঁধে আমি পাল্লা দিয়ে পারি না।

কাকাবাবুর ঘোড়ায় চড়তে খুব কষ্ট হয়, তাই আমরা ঘোড়ায় বেশি চড়ি না। গভর্নমেন্টের লোকেরা কাকাবাবুকে খুব খাতির করেন। গভর্নমেন্ট থেকে কাকাবাবুকে একটা জিপও দিয়েছিল।
কাকাবাবু অদ্ভুত। কারও সাহায্য নিতে চান না। দু-তিন দিন বাদেই জিপ গাড়িটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন।
যেসব জায়গায় গাড়ি যাবার রাস্তা নেই, সেই সব জায়গাতেই কাকাবাবু বেশি কাজ করেন।
এত তাড়াতাড়ি এসেও বাস ধরতে পারলাম না।
পরের বাসের জন্য একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।
কী সন্তু, জিলিপি হবে নাকি?
কাকাবাবু মনের কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন। এখানকার জিলিপির কী অপূর্ব স্বাদ!
কী প্রোফেসর সাহেব, আজ কোনদিকে যাবেন?
!!
কোনদিকে যাব ঠিক নেই। দেখি কোথায় যাওয়া যায়।
চলুন, কোনদিকে যাবেন বলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।
না, না, তার দরকার নেই। আমরা কাছাকাছি ঘুরে আসব।
আমার গাড়ি তো যাবেই, নামিয়ে দেব আপনাদের।
না। আমরা বাসে যাব।
ভদ্রলোকের নাম সুচা সিংহ। এখানে অনেক বাস আর ট্যাক্সির মালিক।

সোনমার্গের দিকে যাবেন তো বলুন। আমাদের একটা ভ্যান যাচ্ছে। ওতে যাবেন, ফেরার সময় ওটাতেই ফিরে আসবেন।
না, কোনও দরকার নেই।

আপনার এখানে কোনও অসুবিধা কিংবা কষ্ট হলে আমাকে বলবেন।
না, না, কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।

চা খাবেন তো? আমার সঙ্গে এক পেয়ালা চা খান।
চা খেয়েছি, আর খাব না।

সুচা সিংহ চুরুট কিংবা সিগারেটের ধোঁয়া সহ্য করতে পারে না। এতে যদি ও বিদেয় হয়।

প্রোফেসর সাব, কিছু হদিস পেলেন?
কী পাব?

যা খুঁজছেন এতদিন ধরে?

না, কিছুই পাইনি। বোধ হয় কিছু পাওয়াও যাবে না।
তা হলে খোঁড়া পা নিয়ে এত একনিষ্ঠ করছেন কেন?
কারণ খোঁজাটাই আমার নেশা।

আপনারা বাঙালিরা বড় অদ্ভুত! আপনি যা খুঁজছেন, সেটা খুঁজে পেলে তাতে তো গভর্নমেন্টেরই লাভ হবে। আপনার তো কিছু হবে না।

তা হলে আপনি গভর্নমেন্টের সাহায্য নিচ্ছেন না কেন? গভর্নমেন্টকে বলুন, লোক দেবে, গাড়ি দেবে, সব ব্যবস্থা করবে – আপনি শুধু খবরদারি করবেন।
এটা আমার খেয়াল ছাড়া আর কিছু তো নয়। গভর্নমেন্ট সব ব্যবস্থা করবে…

… তারপর যদি কিছুই না পাওয়া যায় তখন সেটা লজ্জার ব্যাপার হবে না?
N. PAUL SWEETS

লজ্জার কী আছে? গভর্নমেন্টের যে কত টাকাই জলে যাচ্ছে। কথায় বলে, দরিয়ামে ডাল।
আমার দ্বারা ওসব হবে না।

আমি আপনাকে দেখেই বুঝেছি আপনি ভাল আদমি।
কিন্তু একদম চালাক নন।

আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, এখানে পাহাড়ের নীচে সোনার খনি আছে। সেটা যদি খুঁজে বের করতে পারেন...
আপনি যখন জানেনই যে এখানে সোনা আছে। তা হলে আপনিই সেটা আবিষ্কার করে ফেলুন না।

আমার যে আপনাদের মতন বিদ্যে নেই। ওসব খুঁজে বের করা আপনাদের কাজ।

কিন্তু, সিংহজি, সোনার খনি খুঁজে পেলেও আপনার কী লাভ হবে!

সোনার খনির মালিকানা গভর্নমেন্টের হয়। গভর্নমেন্ট নিয়ে নেবে।

নিক না গভর্নমেন্ট। তার আগে আমরাও যদি কিছু নিতে পারি?
আমি আপনাকে সাহায্য করব।

এখানে গুলজার বশির খান বলে খুব ইমানদার একজন বৃদ্ধ আছেন...

...যে আমাকে বলেছে মার্তণ্ডের কাছে তার ঠাকুর্দা পাহাড় খুঁড়ে সোনা পেয়েছিল।

আরে, শুনুন, শুনুন।
আপনিও সেখানে পাহাড় খুঁড়তে লেগে যান। ওঠ সন্তু। আমাদের বাসের সময় হয়ে গেছে।

তোমার কি ধারণা মাটির তলায় আস্ত আস্ত সোনার চাঁই পাওয়া যায়? সাধারণ লোক ভাবে সোনাই সবচেয়ে দামি জিনিস। তুমি ব্যবসা করো— তোমার বোঝা উচিত অনেক জিনিস সোনার চেয়েও দামি।

আমি আপনাকে বলছি, কাশ্মিরের মাটিতে সোনা আছেই।
তা হলে তুমি খুঁজতে লেগে যাও। আয়, সন্তু...

কী খোকাবাবু, কোনদিকে যাবে আজ?

আজ আমরা দূরে কোথাও যাব না, কাছাকাছিই ঘুরব।
খোকাবাবুকে নিয়ে একদিন বেড়িয়ে আসব। কী খোকাবাবু, আজ যাবে আমার সঙ্গে?
না।
সুচা সিংহের হাত ছাড়িয়ে সন্তুরা দোকান থেকে বেরিয়ে এল...
কাকাবাবু সুচা সিংহকে মিথ্যে কথা বলেছেন। আমরা যে আজ সোনমার্গে যাব, তা তো সকাল থেকেই ঠিক করা আছে।
SOHAN PAUL SWEETS
কাকাবাবু অনেককে বলেছেন যে, তিনি এখানে গন্ধকের খনি আবিষ্কার করতে এসেছেন – কিন্তু সুচা সিংহের ধারণা কাকাবাবু আসলে সোনাই খুঁজছেন। আমরা কি সত্যিই সোনার সন্ধানে ঘুরছি?
বাসের এখনও বেশ খানিকটা দেরি আছে। সুচা সিংহের জন্য আমরা বাস ডিপোতে যেতেও পারছি না।
ততক্ষণ এই পাথরের টুকরোটা দিয়ে ফুটবল খেলি।
?!

স্নিগ্ধাদি যাচ্ছে না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো, স্নিগ্ধাদি, সিদ্ধার্থদা, রিনি —

স্নিগ্ধাদি সন্তুর ছোড়দি বনানীর বান্ধবী। রিনি স্নিগ্ধাদির বোন, সন্তুরই সমান।

নাঃ। তোমরাই ঘুরে-টুরে দেখো। পহেলগাম বেশ ভাল জায়গা।
আমরা অন্য জায়গায় যাব, আমাদের কাজ আছে।
তা হলে সন্তু থাক আমাদের সঙ্গে।

সন্তু, আমাদের গাইড হয়ে ঘুরে-টুরে দেখা। এখানে হোটেল প্লাজাতে উঠেছি আমরা। এ কদিন থাকব।

সন্তু, তুমি কি তা হলে এদের সঙ্গে থাকবে? তাই থাকো না হয় –

কাকাবাবু নিশ্চয়ই আমার উপরে অভিমান করেছেন, তাই আমাকে থাকতে বললেন।

আপনারা এখানে কয়েকদিন থাকুন না। আমরা তো আজ সন্ধেবেলাতেই ফিরে আসছি।
আমরা কাল সকালবেলা অমরনাথের দিকে যাব।

পরদিন...

সোনমার্গে আজও প্রচুর লোক বেড়াতে এসেছে। কাশ্মীরে এসে আমি বেশ ভাল ঘোড়ায় চড়া শিখে গেছি। প্রথম দু- একদিন অবশ্য ভয় করত।

প্রায় এক ঘণ্টা ঘোড়া চালিয়ে সন্তুরা একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় পৌঁছল।

কাকাবাবু, এই জায়গাটা তো আগে দেখেছি। আজ আর নতুন করে কী দেখব?
তোমার বুঝি খুব ইচ্ছে করছিল ওই সিদ্ধার্থদের সঙ্গে বেড়াতে? তা তো হবেই, ছেলেমানুষ...
না, না, আমি কাজ করতেই চাই। এখন কাজ শুরু হবে না?
কোনও কাজ শুরু করার আগে সেই জায়গাটা খুব ভাল করে দেখে নিতে হয়। শোনো, দেখার জিনিসের কোনও শেষ নেই।
যেমন ধরো আকাশ। আকাশ কি কখনও পুরনো হয়? প্রত্যেকদিন আকাশের চেহারা অন্যরকম। এই পাহাড়ও তাই। কখনও রোদ্দুর, কখনও ছায়া – একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকো, তা হলেই বুঝতে পারবে।
আকাশটা আজ সত্যিই সুন্দর। রিনিদের সঙ্গে যদি দেখা না হত, বেড়াবার ইচ্ছেটা নতুন করে না জাগত—তা হলে ভালই লাগত।
কাকাবাবু বই পড়ছেন। আমি পাথরের এই ঢালু দিয়ে কিছুটা নেমে যাই।
এখানে দেখছি একটা ছোট্ট গুহা। ভেতরটা তেমন গভীরও নয়। ভেতরে বাদুড় কিংবা হিংস্র পশু নেই তো?
উনুন আর আগুনের পোড়া দাগ। মনে হয় এইখানে এক সময় কেউ ছিল।
এত দূরে কেউ তো পিকনিক করতে আসবে না। বোধ হয় কোনও সন্ন্যাসী এখানে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন কোনও সময়। বাইরে দেখি ঝুরঝুরে করে বরফ পড়ছে...
পেঁজা পেঁজা তুলোর মতন হালকা বরফ।
কাকাবাবুও নেমে এসেছেন।
এই গুহাটা আমার বেশ পছন্দ। এটার জন্যই এখানে আসি।

কাকাবাবু, আমরা এই গুহাটায় থাকতে পারি না? তা হলে বেশ মজা হবে।
এখানে কি থাকা যায়? মাথারটা খোলা। শীতে মরে যাব।
এই গুহার কোনও জায়গা কি ফাঁপা হতে পারে? মনে তো হচ্ছে না।
পাথর আবার কখনও ফাঁপা হয় নাকি?
সন্ন্যাসীরা যে এই রকম গুহাতেই থাকে।
সন্ন্যাসীরা যা পারে, তা কি আমরা পারি? সন্ন্যাসীরা অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারে।
কাকাবাবু আরও কিছুক্ষণ গুহাটা পরীক্ষা করলেন...
না, এখানে কিছু আশা নেই।
কাকাবাবু এখানে কী যে পাবার আশা করেছিলেন, বুঝতে পারছি না।
চল সন্তু, আর সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করা যাক।
এ রকমভাবে মাপায় যে কোনও কাজ হতে পারে বিশ্বাস হয় না। অবশ্য আমি কতটুকুই বা বুঝি।
কাকাবাবু দিনের পর দিন এই ভাবে মাপামাপি করছেন। কলকাতায় ফেরবার পর স্কুলের বন্ধুরা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে এতদিন কাশ্মিরে কী করলি? পাথর মাপার কথা শুনলে কেউ কি বিশ্বাস করবে? কিংবা হয়তো হাসবে।
ঘন্টা দুই বাদে সন্তুরা বিশ্রাম নেবার জন্য থামল...
সন্তু, ডান দিকের উপত্যকায় ওগুলো কি জন্তু বুঝতে পারছ?
না, ঠিক বুঝতে পারছি না।
এই নাও, দূরবিন দিয়ে দেখো।
?

কাকাবাবু, কত্তো ঘোড়া! ওগুলো কি বুনো ঘোড়া?
বুনো ঘোড়া নয়, ওগুলো বুড়ো ঘোড়া।
এই ব্যাপারটা শুধু কাশ্মিরেই দেখা যায়। ঘোড়াদের কবরখানা। এই সব পাহাড়ি জায়গায় বুড়ো ঘোড়া কোনও কাজে লাগে না, তখন এই রকম উপত্যকায় ছেড়ে দেয়। ওখানেই আস্তে আস্তে মরে যায় একদিন।
কী নিষ্ঠুর! বাড়িতে রেখে দিতে পারে না?
এরা গরিব মানুষ, কাজ না করিয়ে কি শুধু শুধু বসিয়ে কাউকে খাওয়াতে পারে?
চোখের আড়ালে যাতে মরে যায়, তাই ছেড়ে দিয়ে যায়। নিজের হাতে মারতে হল না। বুড়ো ঘোড়ার কোনও দাম নেই।
ওই উপত্যকার এখানে-সেখানে অনেক হাড় ছড়িয়ে আছে। যে ঘোড়াগুলো আগে মরেছে তাদেরই হাড় ওগুলো…
ঘোড়াগুলো ওখানে থেকে মরার জন্য প্রতীক্ষা করছে – ভাবতেই খারাপ লাগছে। মানুষ কত স্বার্থপর। যতদিন ওরা মনিবের হয়ে খেটেছে ওদের যত্ন ছিল। মানুষও তো খুব বুড়ো হয়, তখন কি কেউ ওরকমভাবে ছেড়ে দিয়ে আসে?
যে ঘোড়াগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে সেগুলোও খুব রোগা। খাবার কিছুই নেই বোধহয়।
নাও, আবার কাজ শুরু করা যাক।
কাকাবাবু!
উফ্!
?
আহ্!
!
ধপাস!
এই সন্তু, দৌড়বি না।
আমি নিজেই উঠছি।

পাহাড়ের ঢালু দিয়ে দৌড়তে নেই।
কাকাবাবু উঠে ক্রাচটা তুলতে যেতেই ...
... আবার পড়ে গেলেন
!
আ আ..
গড়াতে লাগলেন নীচের দিকে।
কাকাবাবু!
কাকাবাবু...
কাকাবাবু নীচে গড়িয়েই যাচ্ছেন, ধরবারও কিছু পাচ্ছেন না। গাছ বা জলপালাও নেই। কী হবে? এখন কী হবে?
খানিকটা দূরে গিয়ে কাকাবাবু থেমে গেলেন। নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলেন...
?
আ আ আ..
!
খুব ভুল হয়ে গেছে। পাহাড়ের ঢালু দিয়ে দৌড়তে গিয়ে আমি আর থামতে পারছি না।
আমার গতি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

উফ্‌ফ্‌...
আহ্‌!
বললাম না, পাহাড়ের নীচের দিকে দৌড়তে নেই। আর কখনও এরকম করবে না।
ধপাস!
না, আমার কিছু হয়নি। তুমি এতটা গড়িয়ে পড়লে।
ও কিছু না, ওতে কিছু হয় না।
কাকাবাবু যদি এখন নীচে পড়ে যেতেন, আমি একা এখানে কী করতাম? কাকাবাবুকে রেখে আমি ফিরেও যেতে পারতাম না।
কাকাবাবু, আমার এই কাজ ভাল লাগে না।
ভাল লাগে না? বাড়ির জন্য মন কেমন করছে?
আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। তুমি না হয় সিদ্ধার্থদের সঙ্গেই চলে যাও।
তুমি একা থাকবে?
হ্যাঁ, আমি থাকব। যে কাজটা আরম্ভ করেছি সেটা শেষ না করে যাব না।
সিদ্ধার্থদাদের সঙ্গে যাবার কথা শুনে আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু কাকাবাবুকে ফেলে চলে যাব?
কাকাবাবু, আমি তোমার সঙ্গেই থাকব। তোমার সঙ্গেই ফিরব। কিন্তু ফিতে মাপার কাজ ভাল লাগে না।
কাল থেকে তুমি শুধু আমার পাশে থাকবে। ফিতে ধরবার জন্য অন্য ছেলে রাখব।
কাকাবাবু, আমরা আসলে কী খুঁজছি? সোনা?
সোনা? না, না, আমরা খুঁজছি একটা চৌকো পাতকুয়ো, গভীর চৌবাচ্চাও বলতে পারো।

পরদিন ভোরবেলা…
আজ কাকাবাবুর চেয়েও আমি আগে উঠেছি সিদ্ধার্থদাদের সঙ্গে দেখা করব বলে। সিদ্ধার্থদারা এসময়ে যাবেন এই রাস্তা দিয়েই।
ওই তো, সিদ্ধার্থদারা এসে গেছেন।
সন্তু, তুই এখানে? কাল সারাদিন কোথায় ছিলি?
সোনমার্গে।
সন্তু, তুমিও আমাদের সঙ্গে গেলে পারতে।
আমাদের এখানে কাজ আছে।
ছুটিতে পাহাড়ে বেড়াতে এসে আবার কাজ কী? এখানেও স্কুলের হোম-টাস্ক করছিস নাকি?
জানিস, আমি অনেক ছবি এঁকেছি। তোকে দেখানো হল না। তুই আমাদের সঙ্গে গেলে পারতিস, গাইড হতিস।
না রে, তা হয় না।
হ্যাঁ রে, আমরা ফিরে আসা অবধি থাকবি তো? বড়জোর সাতদিন। রাস্তা খারাপ থাকলে আগেই ফিরে আসব।
হ্যাঁ, থাকব স্নিগ্ধাদি।
তোমরা ফিরে এসো, তখন অন্য কোথাও একসঙ্গে বেড়াতে যাব।
বাংলোয় ফিরে…
কাকাবাবু উঠে পড়েছেন।
সন্তু, আমি ঠিক করলাম, পহলগ্রামে আমাদের আর থাকা হবে না।
?
পহলগ্রাম থেকেও চলে যেতে হবে? সিদ্ধার্থদা, রিণি, স্নিগ্ধাদিদের সঙ্গে আর দেখা হবে না?
এখান থেকে যাতায়াত করতে অনেক সময় নষ্ট হয়।
ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটোকে বলেছি, সোনমার্গে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। ওরাও ওই গ্রামে থাকে। নিরিবিলিতে কাজ করা যাবে।

বাস-স্টপের কাছে আজও মুচা সিংহের সঙ্গে সন্তুদের দেখা হল।

কী খোকাবাবু, কাল সোনমার্গ কীরকম বেড়ানো হল?

কী প্রোফেসর, কাল যে বললেন সোনমার্গে যাবেন না? আমি যে দেখলাম, আপনারা সোনমার্গ থেকে ফিরছেন বিকেলে।

আমরা কবে কোথায় যাই কোনও ঠিক তো নেই।

তা এই গরিব মানুষের গাড়িতে যেতে আপনার আপত্তি কেন? আমি তো ওই দিকেই যাই।

তোমাকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে চাই না।

এতে তকলিফ কী আছে? আপনি এত পড়ালিখা জানা আদমি, আপনার যদি একটু সেবা করতে পারি — আপনি আজ কোনদিকে যাবেন?

আজও সোনমার্গেই যাব।

?

আবার সোনমার্গ? ওখানে কিছু পেলেন? জায়গাটা তো একদম ফাঁকা। কিছু নেই।

সিংহজি, তুমি মিথ্যেই ভাবনা করছ। আমি সোনা খুঁজছি না। সে মাথাও আমার নেই। আচ্ছা, চলি।

দাঁড়ান, দাঁড়ান, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আজ আর আপনাকে কিছুতেই ছাড়ছি না। আমার গাড়িও ওই দিকেই যাচ্ছে। চলুন, আপনাদের পৌঁছে দেব।

মুচা সিংহকে আজ আর কিছুতেই এড়ানো গেল না। জোর করে সন্তুদের নিজের গাড়িতে তুললেন।

সিংহজি, তুমি এই কাশ্মিরে কতদিন আছ?

কাশ্মিরে যখন যুদ্ধ হয় সাতচল্লিশ সালে, তখন আমি এখানে এসেছিলাম লড়াই করতে। তখন সৈনিক ছিলাম। যুদ্ধে আমার বাঁ হাতের একটা আঙুল কাটা যায়।

সবাইকে কী বলি জানেন? এই বলে আঙুলের ধাক্কা দিয়েই হানাদারদের তাড়িয়ে দিয়েছি।
তারপর তুমি এখানেই থেকে গেলে?
না। যুদ্ধ থামলে ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাশ্মির আমার এমন পছন্দ হয়ে গেল, সেনাবাহিনীর কাজ ছেড়ে দিয়ে এখানেই চলে এলাম ব্যবসা করতে। কাশ্মিরি মেয়েকেই শাদি করেছি।
জমানো টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম, এখন আমার ক'খানা গাড়ি খাটছে! কাশ্মিরের মাটিতে সোনা আছে, বুঝলেন! নইলে ইতিহাসে দেখুন না...
...সবারই লোভ ছিল কাশ্মিরের দিকে।
তুমি লেগে থাকো। হয়তো একদিন এই সোনার খোঁজ পেয়েও যেতে পারো।
আপনি মার্তন-এর পুরনো মন্দিরে গেছেন? পাহাড়ের উপরে পুরনো মন্দির। ললিতাদিত্যের আমলের চেয়েও পুরনো। সিকন্দর বুত শিকন ওই মন্দির ভেঙে দেয়। কেন জানেন?
ওই মন্দিরের কোনও জায়গায় মন মন সোনা পোঁতা আছে' তখন পাওয়া যায়নি...
সেই সোনা এখনও আছে।
সোনার কথা কি সবাইকে বলতে আছে? নিজেই খুঁজে দেখো না।
আপনারা পণ্ডিত মানুষ। সাধারণ মানুষ কি ওসব জানতে পারে?
তাই যদি হত সিংহজি, তা হলে পণ্ডিতরা এত গরিব হয় কেন? পণ্ডিতরা সোনার খবর কিছুই বোঝে না।
চলো।
সোনমার্গে পৌঁছে...
এই খোকাদের খুব বড় আদমি। সব সময় এর দেখাশোনা করবে।
?
কাকাবাবু সুচা সিংহের লোকটাকে পাত্তাই দিলেন না।
গতকালের ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটোর কাছেই আজও ঘোড়া নিলেন কাকাবাবু।

গলাঙ্গীর মাঝে একটা জায়গা আছে, সেইদিকে এই ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটোর গ্রাম। আমরা এখন সেখানেই যাব।

ওই নদীটার নাম কঙ্কণা নদী। আর ওই রাস্তাটা চলে গেছে লাদাখে। এই রাস্তাটা খুব ভয়ঙ্কর। এই রাস্তায় যাতায়াত করতে গিয়ে অনেক মানুষ মারা গেছে।

সমরখন্দ, পামির, বোখারা এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায়। হাজার হাজার বছর আগে থেকেও এই রাস্তায় যাতায়াত চলছে।
কাকাবাবু, এই রাস্তা দিয়েই কি আর্যরা ভারতে এসেছিল?

তা ঠিক বলা যায় না। আর্যদের বোধহয় রাস্তা কিছু কিছু বানিয়ে নিতে হয়েছিল।

ওই রাস্তাটার জন্যই আমার এখানে আসা।

হেই, রোক যাও!
?!!

সন্তু, দাঁড়াও! এটা একটা মিলিটারি ক্যাম্প!

কিছুক্ষণ পর...
আমরা সাড়ে সাত হাজার ফিটেরও বেশি উঁচুতে এসেছি।

কাকাবাবু ঘোড়া থেকে নেমে কাগজ-পত্র বের করে দেখালেন...

তাজ্জব কী বাত! হাজার তকলিফ আছে জেনেও ওই পাহাড়ি গ্রামে থাকতে যাচ্ছেন?

ঘোড়াওয়ালা ছেত্রনদের গ্রামে…
গ্রামের লোকেরা ভিড় করে আমাদের দেখছে। সবারই চোখে মুখে দারুণ কৌতূহল।
জায়গাটা বেশ নিরিবিলি এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তুই এখানে থাকতে পারবি তো?
হ্যাঁ। কতদিন থাকব এখানে?
দিন দশ-বারো। এর মধ্যে যদি কিছু না হয় তা হলে এবারকার মতন ফিরে যেতে হবে। তোরও তো ইস্কুলের ছুটি ফুরিয়ে আসছে।
আমার ইস্কুল খুলতে এখনও কুড়িদিন বাকি।
সেদিন রাত্রে…
সিদ্ধার্থদা, স্নিগ্ধাদি, রিনিরা জানতেও পারবে না আমরা কোথায় আছি। ওদের সঙ্গে আর দেখা হবে না।
পরদিন সকাল…
দ্বিতীয় দিন…
তৃতীয় দিন…
চতুর্থ দিন…
সন্ধেবেলা…
শীত এখানে খুব বেশি। গ্রামের দু-চারজন বৃদ্ধ লোক রোজই আগুনের ধারে বসে গল্প করতে আসেন।
রাত্রে…
বাড়ির জন্য মন খারাপ লাগছে। কতদিন কলকাতাকে দেখিনি।
গভীর রাত্রে…
খট্‌ খট্‌ খট্‌
?!

খট্
খট্
কী রকম অদ্ভুত শব্দ। ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দের মতন। যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা ঘোড়া অনবরত দৌড়বার ভান করছে। ঘোড়াদের স্বভাব যেটুকু জানি তারা ওরকম কখনও করে না।
একলা জানলা খুলে দেখতে ভয় করছে। কাকাবাবুও ঘুমোচ্ছেন...
...জাগাতে ইচ্ছে করছে না।
খট্
খট্ খট্

খট্ খট্ খট্...
শব্দটা থামছে না। আমার ভীষণ ভয় করছে। কাকাবাবুও জাগছেন না কেন? কান ঢেকে ঘুমোতে চেষ্টা করি।

পরদিন রাতে...
খট্ খট্
ওই আবার শুরু হল।
খট্ খট্ খট্ খট্...
খট্ খট্
কাকাবাবু! কাকাবাবু...
ঘ-র-র-র
কাকাবাবু, কাকাবাবু!
কী? কী হয়েছে?
একটা কী রকম বিচ্ছিরি শব্দ।
!

খট্ খট্
ওই যে!!

দাঁড়াও, দেখছি কী ব্যাপার...
খট্ খট্ খট্

কেউ ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। এত ভয় পাচ্ছ কেন?
অনেকক্ষণ ধরে ঠিক একই জায়গায়!

ঘোড়ারই তো শব্দ, আর তো কিছু না। ঘুমিয়ে পড়ো।
আমাদের জানলার খুব কাছে!
খট্ খট্

জানলা খোলার সঙ্গে সঙ্গে শব্দটাও বন্ধ হয়ে গেছে!

না, ওটা কিছু নয়। শব্দটা এখন আর নেই।
?!

রাতে সব আওয়াজই বেশি মনে হয়। পাহাড়ের নানান খাঁজে হাওয়া লেগে একরকম শব্দ হয়, প্রতিধ্বনি হয়। ও নিয়ে ভেবো না। ঘুমিয়ে পড়ো—

শোবার পর…

খট খট…

কাকাবাবু! আবার শব্দ হচ্ছে। আমাদের জানলার খুব কাছে…

হোক না। যা চোখে দেখা যায় না, তার থেকে ভয়ের কিছু নেই।

এত শীতে বাইরে বেরনো উচিত নয়, না হলে বাইরে বেরিয়ে দেখা যেত। কাল দেখা যাবে…

পরদিন সন্ধেবেলা…

রাতে ঘোড়া ছুটিয়ে কে যায়?

?!!

বুঝেছি বাবু সাহেব, কাল তা হলে হাকো এসেছিল।

হাকো কে?

কোনও কোনও দিন মাঝরাত্তিরে ঘোড়া ছুটিয়ে যায়। কারও ক্ষতি করে না। আপনার ভয়ের কিছু নেই, শুধু শব্দই শুনবেন।

শুধু শব্দ কেন? তার চেহারা দেখলেও আমি ভয় পাব না। আমি তো তার কোনও ক্ষতি করিনি। দিনের বেলা কেউ তাকে দেখেছে?

না।

আপনি তাকে কখনও দেখেছেন?

না।

কেউ তাকে দেখতে চায় না।

তা সে বেচারা রোজ রাত্তিরে এখান দিয়ে ঘোড়া ছোটায় কেন?

এতো শুধু আজকালের কথা নয়। কত শো বছর ধরে যে হাকো এভাবে যাচ্ছে, কেউ জানে না।

হাকো ছিল একজন রাজার সৈন্য। লাদাখের রাস্তা দিয়ে সে রাজার খত নিয়ে যাচ্ছিল। এক দুশমন তাকে একটা কুয়োর মধ্যে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে।

আঃ!

সেই থেকে প্রায় রাত্তিরে...

কুয়োর মধ্যে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে? এখানে কুয়ো কোথায় দেখিয়ে দিতে পারেন?

এসব ঠাকুর্দা-দিদিমায় কাছে শুনেছি, দেখিনি।

আমিও শুনেছি ওই জঙ্গলের দিকে এক এক কুয়ো আছে, পাতাল পর্যন্ত চলে যায়।

আমাকে নিয়ে যাবেন সেখানে? অনেক বকশিশ দেব।

না, বাবুসাহেব, আমি কোনওদিন কুয়োটুয়োর কথা শুনিনি। এদিকে জলই পাওয়া যায় না, তা কুয়ো থাকবে কী করে? পাহাড়ের গর্ত-টর্ত হয়তো আছে... তাই...

সারাগাঁয়ের কেউ কোনওদিন জঙ্গলের মধ্যে কুয়ো দেখেনি!

জানি না।

বৃদ্ধ দু'জন আর বিশেষ কিছুই বলতে পারলেন না। হাকো-র সম্বন্ধে ওঁদের খুবই ভয় আছে।

সেদিন রাতে...

হাকো যদি ভূত হয়, তাহলে ঘোড়াটাও কি ভূত!

আজ আমাদের ভূতমশাই বোধহয় বিশ্রাম নিচ্ছেন।

রোজ কি আর সারারাত ঘোড়া চালানো যায়।

ওই আওয়াজ... হাকো এসেছে!
খট্ খট্
কাকাবাবু! কাকাবাবু!
খট্ খট্

?
হাকো!
কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অথচ আওয়াজ অনবরত চলছে।
খট্ খট্ খট্...

পরদিন সকালে...

ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটো এসে গেছে।

এদিকটা তো মোটামুটি দেখা হয়ে গেল। চলো সন্তু, আজ বনের ভেতরটা দেখে আসি।

জঙ্গলের মাটি বেশ স্যাঁতসেঁতে। সাবধানে পা ফেলো। নইলে পা পিছলে পড়ে যাবে।

উফ্!
ফিতে ধরে সন্তু দৌড়চ্ছিল, হঠাৎ পা পিছলে গেল...

কাকাবাবু এখানেও ফিতে মাপতে শুরু করেছেন।

এই জঙ্গলে জায়গা মাপার কোনও মানে হয়? ফিতে দিয়ে মাপাটা কাকাবাবুর একটা বাতিক হয়ে গেছে!
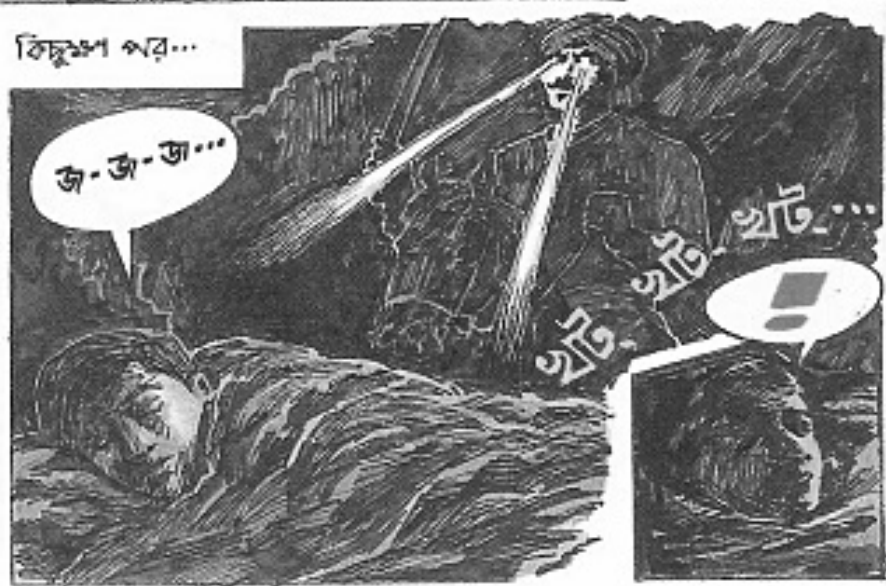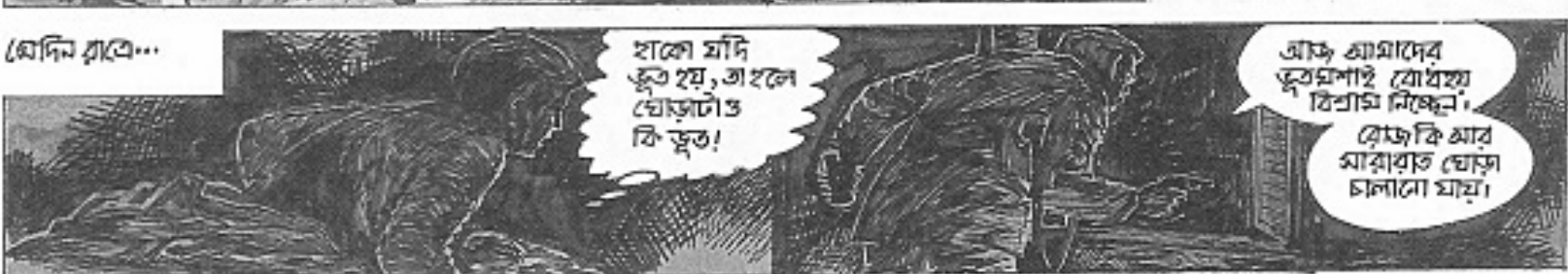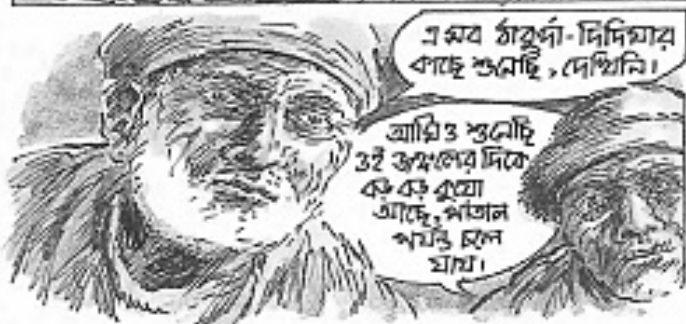
উঃ!
কী হল সন্তু, লেগেছে?
না...
জায়গাটা কী রকম নরম-নরম।
!
আঃ!
মুহূর্তের জন্য অজ্ঞান হয়ে গেল সন্তু...
ধপাস!
?
জায়গাটা আসলে ফাঁপা- ওপরটা ঝোপে ঢাকা ছিল।
লতা-পাতা ছিঁড়ে সন্তু নীচে পড়ে যেতে লাগল। নীচে, আরও নীচে...
জ্ঞান ফিরতেই উঠে বসল...
আমি বেঁচে আছি? একটা পচা পচা গন্ধ এখানে। এটা একটা বড় গর্ত...
...কিংবা কুয়ো। এটা আরও গভীর হলে কিংবা শুধু পাথর থাকলে মারা পড়তাম।
আরে, ফিতের একদিক এখনও আমার হাতে। এটা দেখেই কাকাবাবু আমাকে ঠিক খুঁজে বের করবেন...
গর্ত কিংবা কুয়ো যাই হোক, জল নেই। আরে, এটা সেই কুয়ো নয়তো, যেখানে হাকো-কে মেরে ফেলা হয়েছিল?
এটা কি হাকো-র বাড়ি? হাকো!
কাকাবাবু! কাকাবাবু!
কাকাবাবু একাও কি খোঁড়া পা নিয়ে একা একা তুলতে পারবেন আমাকে?
কাকাবাবু! কাকাবাবু!
কাকাবাবু কি ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটোকে আনতে গেছেন? ওদের ডেকে আনতে আনতেই যদি মরে যাই? পচা গন্ধটা আর সহ্য করতে পারছি না।

কাকাবাবু! কাকাবাবু!
সন্তু? সন্তু...
এই যে, আমি এখানে-
সন্তু, তোমার লাগেনি তো?
না। আমার লাগেনি।
তোমার আশপাশে জায়গাটা কীরকম?
কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, ভীষণ অন্ধকার এখানে।
দাঁড়াও! এই ঝোপগুলো কেটে দিলেই কিছুটা আলো হবে।
সন্তু, ঠিক মাঝখানে দাঁড়াও। আমার লাইটারটা ফেলে দিচ্ছি।
পেয়েছি।
লাইটারটা জ্বালিয়ে দ্যাখো ওখানে কী আছে...
গর্তটা বহু পুরনো, দেয়ালের গায়ে বড় বড় গাছের শিকড়। দেখলে মনে হয় মানুষেরই কাটা গর্ত...
কাকাবাবু, একদিকে একটা সুড়ঙ্গের মতন। ভেতরটা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না...
একটা বোটকা গন্ধ। গন্ধটা ওখান থেকেই আসছে মনে হচ্ছে...
ভয় নেই। নাইলনের দড়ি আছে ব্যাগে, ফিতের সঙ্গে বেঁধে দাও। আমি টেনে নিচ্ছি...
এবার দড়িটা ধরে থাকো। আমি শক্ত করে গাছের সঙ্গে বেঁধে নীচে আসছি।
না, না, তোমার কষ্ট হবে। আমি নিজেই উঠতে পারব।
না, না, উঠো না! তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি এক্ষুনি আসছি।
সন্তু, এই গর্তের মুখটা চৌকো — এই সেই চৌকো পাতকুয়ো!
?
আমরা যা খুঁজছিলাম বোধহয় সেই জায়গা!
এতদিন ধরে এই গর্তটা খুঁজছিলাম। কী আছে এখানে? গুপ্তধন?
এই সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকতে হবে। সন্তু, তুমি ঢুকতে পারবে?
!
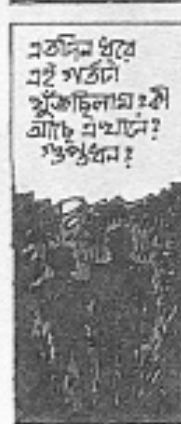
গুহার একেবারে শেষদিকে দুটো চোখ আগুনের মতন চকচক করছে...

সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে এল একটা বীভৎস মুখ!
!!

কাকাবাবু আবার গুলি ছুঁড়লেন...
দুম দুম!

নাঃ, সাপটা মরে গেছে বেচারা।
সন্তু, তোমার রুমাল বার করো।

তুমি গুহার মুখে রুমালটা ধরে থাকো।
কাকাবাবু, যদি ভেতরে আরও কিছু থাকে?

আর কিছু থাকলে এতক্ষণে বেরিয়ে আসত।
!

!
?

ঝোলানো দড়ি ধরে শিকড়-বাকড়ে পা দিয়ে সন্তু আগে ওপরে উঠে এল...
খোঁড়া পা নিয়ে কাকাবাবুর ওপরে উঠতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।
বাক্সটার মধ্যে কী আছে জানার খুব কৌতূহল হচ্ছে। গুপ্তধন?

সন্তু, শিগগির বাইরে চলো। এখনই দম বন্ধ হয়ে আসবে!

বদ্ধ গুহার মধ্যে আগুন জ্বালা হয়েছে, এখানকার অক্সিজেন ফুরিয়ে আসছে।

বাক্সটা তামার। তালা বন্ধও নয়, অথচ কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না।
কত অ্যাডভেঞ্চার বইয়ে এই রকম-ভাবে গুপ্তধন পায়। আমরাও কি তাই পেয়েছি?

পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে একটা কোণ ভাঙতে পারলে…

সন্তু, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। এত দিনের কষ্ট আজ সার্থক হল
কেউ বোধহয় আমাদের আগে এই গুহায় ঢুকে বাক্সটা খুলে মণিমুক্তো সব নিয়ে ঠকাবার জন্য পাথর ভরে রেখে গেছে।
?

বাক্সটা বহুকালের পুরনো। একটা কোণ ভেঙে ছুরি ঢুকিয়ে চাড় দিতেই ডালাটা খুলে গেল…

মণি, মাণিক্য, জহরত কিছুই নেই। শুধু শ্যাওলা জমা একটা পাথর?
!

আরে! এটা তো সাধারণ পাথর নয়। একটা মূর্তি থেকে শুধু মুন্ডুটা ভেঙে আনা হয়েছে। বহুকালের পুরনো। দেখতে এমন কিছু সুন্দর নয় যে আলমারিতে সাজিয়ে রাখা যায়। এটার জন্য কাকাবাবু এত কষ্ট করছেন কেন?

এটা খুঁজতেই এসেছিলাম। এটার কাছে সোনা, রূপা তুচ্ছ।
এটা কার মুন্ডু?

সম্রাট কনিষ্কর নাম শুনেছিস? পড়েছিস ইতিহাসে?
হ্যাঁ, পড়েছি।
সম্রাট কনিষ্কের কয়েকটা প্রাচীন মুদ্রায় তাঁর মুখের খুব আবছা ছবি দেখা গেছে। কিন্তু তাঁর পাথরের মূর্তির মুখ নেই। এই সেই মুখ!

ইতিহাসের দিক থেকে এর যে কী বিরাট মূল্য, তুই এখন হয়তো বুঝবি না…
…বড় হয়ে বুঝবি।
কী করে বোঝা যাবে এটা সত্যিই কনিষ্কর মাথা?

তা বোঝা খুব শক্ত নয়। এই যে মাথার পেছনে লেখা রয়েছে। আমি অবশ্য এর পাঠোদ্ধার করতে পারব না…
… তবে লেখার ধরন দেখে, ভাষা দেখে, মূর্তির গড়ন দেখে পণ্ডিতেরা তার বয়েস বলে দিতে পারবেন।

কাকাবাবু, তুমি কী ভাবে জানলে এরকম একটা গুহায় মুন্ডুটা থাকবে?

বছর চারেক আগে আমি কাশ্মীরে একটা কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম।

ফেরবার পথে

বইটা দেখছি খুব পুরনো!

তিনি তাঁর নথিপত্রে একজন ভারতীয় পাগলের কথা লিখে গেছেন— কলিকট …রে রাস্তায় পাগলটা শিকল বাঁধা অবস্থায় থাকত, আর সর্বক্ষণ চেঁচাত…

যাই হোক ওই লেখাটার মধ্যে ইতিহাসের কিছু ঘটনা মিলিয়ে যা স্পষ্ট হয়ে উঠল তা হল…

সাতবাহন রাজা কনিষ্কের হাতে নিহত হবার পর তাঁর রাজ্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। রাজ পরিবার ও মন্ত্রী পরিবারের কয়েকজন পুরুষ প্রতিশোধ নেবার জন্য দারুণ প্রতিজ্ঞা করে…

কাশ্মীরে এসে তারা আটকে যায়। কাশ্মীরে তখন গৃহযুদ্ধ বেধে গেছে, আর এটাই ছিল তখন যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা…

বাধ্য হয়ে গণ্ডগোল কমার অপেক্ষায় গভীর গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে…

মনে হয় তাদের মধ্যে একজন পালা করে রাতে বেরোত খাবার-দাবার ও খবর সংগ্রহ করতে।

কেউ হয়তো মাঝরাতে সেই বাহিনীর একজন ঘোড়সওয়ারকে দেখে ফেলেছিল…

…তারপর মুখে মুখে অলৌকিক কাহিনী তৈরি হয়ে গেছে।

সেই দু'জনের মধ্যে একজন এক রাত্তিরে খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে এক দস্যুদলের হাতে ধরা পড়ে যায়...

...তখন ক্রীতদাস প্রথা ছিল। দস্যুদল তাকে কালিকট বন্দরে নিয়ে এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়...

সেখানে লোকটি পাগল হয়ে যায়। সেই অবস্থায় সে চিৎকার করে সাহায্য চাইত পথের মানুষের কাছে।

আমার বন্ধু কনিষ্কের কাটা মুণ্ডু নিয়ে একটা চৌকো ইঁদারায় আমার পথ চেয়ে বসে আছে। আমাকে ছেড়ে দাও... সেখানে যেতে দাও!

কিন্তু পাগলের কথা কে বিশ্বাস করবে? চিনে ডাক্তারের সেই লেখা আর ইতিহাসের কিছু ঘটনা মিলিয়ে আমি এই ব্যাপারটা মনে মনে খাড়া করেছিলাম।

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেতে কাজ করার সময়ও এনিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। প্রমাণ ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবে না, তাই কাউকে বলিনি। একএক সময় মনে হত পুরো ব্যাপারটাই মিথ্যে...

...কিন্তু সত্যি হলে একটা মহা মূল্যবান জিনিস মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকবে! যার জন্য আমি নিজেই খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। সাধারণ মানুষ এর মূল্য বুঝবে না।

মাথার পেছনে খোদাই করা লিপির যখন পাঠোদ্ধার হবে- ইতিহাসের কত অজানা তথ্য জানা যাবে। বিদেশের অনেক মিউজিয়াম জানতে পারলে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে এটা কিনতে চাইবে।

আমরা অবশ্য ভারতের জাতীয় মিউজিয়ামকে এটা দান করব। নানা দেশের মানুষ এটা দেখতে আসবে কলকাতায়।

চল্, এবার আমাদের ফিরতে হবে।

শোন সন্তু, এ সম্বন্ধে এখন কাউকে একটা কথাও বলবি না।

যদি প্লেনের টিকিট পাওয়া যায়, কাল-পরশুর মধ্যেই ফিরে যাব দিল্লি। সেখানে প্রেস কনফারেন্স করে সবাইকে জানাব। তার আগে এটা জমা রাখতে হবে সরকারের কাছে।

গ্রামে ফিরে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সন্তুরা রওনা হল সোনমার্গের দিকে...

দুপুরের খাবার আমরা কোনও নদীর ধারে বসে খেয়ে নেব।

বিকেলে সোনমার্গে...

অনেকক্ষণ বাসের পাত্তা নেই। আর বেশিক্ষণ বাস বা গাড়ি চলবে না এপথে। দেখি, যদি কোনও জিপ ভাড়া পাওয়া যায়।

হঠাৎ...

?!!

কী প্রোফেসর সাব, ফিরলেন নাকি?
সিংহজি, আমাদের একটু পহলগাম পৌঁছে দেবে? এমনি চড়তে চাই না। এটা তোমার ব্যবসা। তোমাকে ভাড়া নিতে হবে।
আপনার সঙ্গেও ব্যবসার সম্পর্ক? আপনি গাড়িতে চড়বেন এতো আমার সৌভাগ্য। তা ছাড়া আজ আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরছি, আজ তো আমি ব্যবসা করতে আসিনি। আপনাকে বলেছিলাম না, আমি কাশ্মিরি মেয়ে বিয়ে করেছি? এইদিকেই বাড়ি —
প্রোফেসর সাব, আপনার এদিককার কাজকর্ম হয়ে গেল? কিছু হদিস পেলেন?
না। কিছু পাইনি। গন্ধকের খনি এখানে বোধহয় পাবার সম্ভাবনা নেই। আমি এবার ফিরে যাব।
ওসব গন্ধক-টন্ধক ছাড়ুন। এখানকার মাটির নীচে সোনা আছে। সোনার দিকে যদি খুঁজতে চান, বলুন, আমি আপনাকে সব রকম সাহায্য করব।
তুমি অন্য লোককে দিয়ে চেষ্টা করো সিংহজি, আমাকে দিয়ে হবে না।
আপনি এত নিরাশ হচ্ছেন কেন, প্রোফেসর সাব? আপনাকে আমি লোকজন, গাড়ি-টাড়ি সব দেব - আপনি শুধু বাতলাবেন।
আমি বুড়ো হয়ে গেছি। একটু খাটাখাটি করলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি, আমার দ্বারা কি ওসব হয়!
আপনার ওই বাক্সটার মধ্যে কী আছে?
ও কিছু না, দু'একটা টুকিটাকি জিনিসপত্তর।
কী আছে বলুন না! আমি কী নিয়ে নিচ্ছি নাকি? হাঃ হাঃ...
ওর মধ্যে একটা পাথর আছে। আর কিছু নেই।
পাথর? আলাদা বাক্সে এত যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছেন? সোনাটোনার সম্পর্ক নাকি? সোনা তো পাথরের মধ্যেই মিশে থাকে। প্রোফেসর, একটু দেখাবেন?
পরে দেখাব। এখন এটা খোলা যাবে না। তুমি শুধুই সোনার স্বপ্ন দেখছ। এটা সাধারণ পাথর।
কেন, খোলা যাবে না কেন? সামান্য একটা বাক্স খোলা যাবে না? দিন, আমি খুলে দিচ্ছি।
না, বলছি তো এখন খোলা যাবে না। বারণ করছি, শুনছ না কেন?
প্রোফেসর সাব, আমার নাম সুচা সিংহ। এ তল্লাটের কেউ ধমক দিয়ে কথা বলে না।
তুমি আমার সঙ্গে চোখ রাঙিয়ে কথা বোলো না!
সুচা সিংহ যেরকম রেগে গেছেন, গাড়ি থেকে যদি নামিয়ে দেন? এখনও যে অনেকটা রাস্তা বাকি!

প্রোফেসর সাব, একটা সামান্য পাথর দেখাতে চান না! ঠিক আছে দেখাবেন না। এত রেগে যাচ্ছেন কেন?
কেউ কোনও কিছু না বললে, জোর করতে নেই। তা হলেই রাগের কোনও কারণ ঘটে না।
আমার গোস্তাকি হয়েছে। আমাকে মাফ করে দিন। তা প্রোফেসর সাব, সোনমার্গ ছেড়ে দিলেন, এবার কি অন্য কোনও দিকে কাজ শুরু করবেন?
না, আর কাজটাজ করার মন নেই। এবার কলকাতায় ফিরব।
সে কী, এত খাটাখাটি করে শেষ পর্যন্ত একটা পাথরের টুকরো নিয়ে বাড়ি যাবেন?
ওটা একটা স্মৃতিচিহ্ন!
প্রোফেসর সাব, আপনার কোটের পকেটে একটা রিভলভার উঁকি মারছে দেখলাম। সব সময় অস্ত্র নিয়ে ঘোরেন নাকি?
জন্তু-জানোয়ার কিংবা দুষ্টু লোকের তো অভাব নেই। তাই সাবধানে থাকতে হয়।
সন্ধের পর পহলগাম পৌঁছে...
প্রোফেসর সাব, গোসা করবেন না। যাবার আগে দেখা করবেন।
খোকাবাবু, আবার দেখা হবে, কী বলো?
পহলগামে সন্তুদের পুরনো তাঁবুতে...
সন্তু, এটার কথা কাউকে বলবে না। আর এটাকে কিছুতেই চোখের আড়াল করবে না।
এটার আবিষ্কারক হিসেবে তোর নামও ইতিহাসে লেখা থাকবে।
কাশ্মীর ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে তোমার মন কেমন করছে, না?
প্লেনে করে জায়গা পাই দেখতে হবে। আজ হলে আজই।
কাকাবাবু, আমরা কি আজই ফিরে যাব?
ঘ-র-র-র
আজ কাকাবাবু সত্যিই শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন।
সন্তু, আমি খোঁজখবর নিয়ে আসি। ব্রাউন সাহেব আর প্রবীন মুখার্জিকে দুটো টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে— ওঁরা কনিষ্ক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। আমি না আসা পর্যন্ত তুমি কোথাও যাবে না।
তারপর...
বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হল। কিন্তু কাকাবাবু তো এখনও এলেন না।
সন্ধে থেকে রাত নেমে এল...
কাকাবাবুর কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি তো? খোঁজ নিতে যেতেও পারছি না...
মুণ্ডুটাকে কাকাবাবু সব সময় পাহারা দিতে বলেছেন। আমি এখন কী করব?
রাত নিঝুম হবার পর শুয়ে পড়ল সন্তু...
এর আগে কোনওদিন আমি একা ঘুমোইনি। ভয় করছে। শুধু মনে হচ্ছে কারা যেন ফিসফাস করে কথা বলছে।

পাশের তাঁবুগুলোয় বেশিরভাগই বিদেশি লোক। ওরা কি আর সাহায্য করতে পারবে?
আরে! সিদ্ধার্থদারা তো হোটেল প্লাজাতে উঠেছে বলেছিল। ওরা কি অমরনাথ থেকে ফিরেছে? ফিরে চলে গেছে? তা হলে প্লাজাতেই খবর নিই।
হোটেল প্লাজাতে...
অমরনাথ থেকে ফিরে এসেছেন কিনা জানি না। রিজার্ভেশন করা নেই। ফিরে এসে অন্য হোটেলেও উঠতে পারেন।
হাঁটতে হাঁটতে সন্তু বাস ডিপোর কাছে চলে এল...
চেনাশোনা কেউ এখানে নেই। কলকাতায় বাবাকে টেলিগ্রাম করব? তাও আসতে আসতে অনেক সময় লাগবে। আমি এখন কী করি?
কাকাবাবু বলেছিলেন তাঁবু থেকে না বেরোতে। কিন্তু যে জন্য বলেছিলেন সেই জিনিসটাই চুরি হয়ে গেছে। তাঁবুতে থাকার আর বিশেষ কিছু নেই।
এখানে কিছুই জানতে পারলাম না। কাকাবাবুর কথা পুলিশকে জানাতে হবে।
!
রিনি, রিনি...
(হাঁপাতে হাঁপাতে) সিদ্ধার্থদা কোথায়?
ও আসছে এক্ষুনি। তুই ও রকম করছিস কেন রে, সন্তু?
তোমাদের এই বাসে যাওয়া হবে না। নেমে পড়ো, শিগগির নেমে পড়ো।
কী হয়েছে কী? আমাদের তো বাসের টিকিট কাটা হয়ে গেছে।
সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে! কাকাবাবু হারিয়ে গেছেন...
অতবড় একজন মানুষ আবার হারিয়ে যান নাকি? বরং তুই-ই হারিয়ে গেছিস আর কাকাবাবুই তোকে খুঁজছেন।
আঃ, মেয়েদের নিয়ে পারা যায় না। রিনিটা বাচাল। দরকারি কথার সময়েও হাসি।
ওই তো সিদ্ধার্থদা এসে গেছেন!
সিদ্ধার্থদা, কাকাবাবু কাল সকালে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি।
সে কী! এভাবে তোমাকে তো একা ফেলে যাওয়া যায় না।
বাসে জিনিসপত্র উঠে গেছে। শ্রীনগরে লোক অপেক্ষা করবে। কী করা যায় বলো তো?
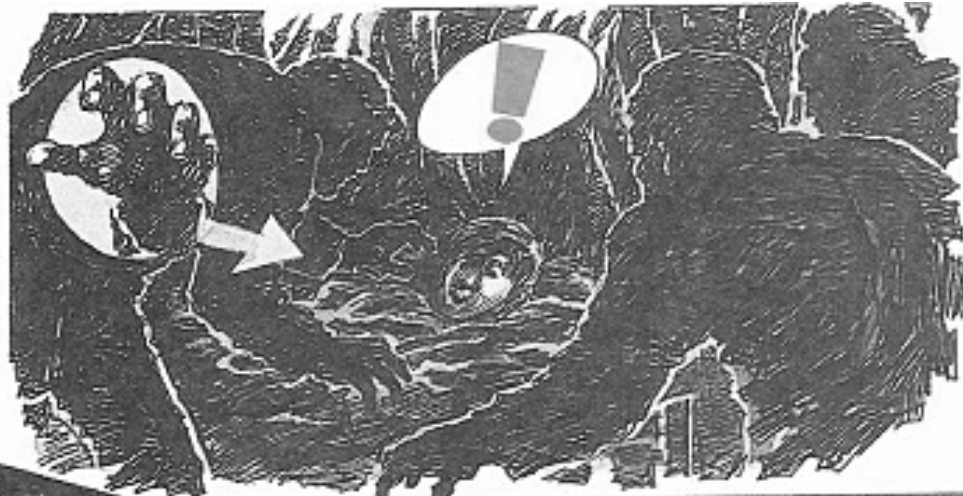
উ-উ-উ…
!
হুঁ-ই-ই-কা!
ওদের একজনকে চিনতে পেরেছি। ওর একটা আঙুল কাটা।
কী যেন নিয়ে গেল ওরা! কনিষ্কর মুন্ডুটা নয়তো? তাঁবুর সব জিনিস ওরা উলটপালট করে গেল…
এতদিন আমাদের তাঁবুটা এমনি পড়েছিল, কেউ কোনও জিনিস নেয়নি। আজ একরাতেই সব ডাকাতি হয়ে গেল।
শীতে কাঁপুনি ধরে গেছে। যে ভাবেই হোক হাতের বাঁধন খুলতে পারলে…
ভাগ্য ভাল আমাকে প্রাণে মারেনি। হাত-পা বাঁধা। চেঁচাবারও উপায় নেই।
টেবিলের ড্রয়ারে ছুরি রয়েছে…
এটা একটা অসম্ভব কাজ। কিন্তু কাটতেই হবে হাতের বাঁধন…
ছুরিটা পেয়েছি। এবার কব্জি ঘুরিয়ে দড়ির দিকে…
ছুরিটা ঘষে ঘষে দড়ি কাটতে পারলেই… পারতেই হবে।
আধঘন্টা পরে…
উঃ, আমার মুখের মধ্যে এমন একটা ময়লা রুমাল ভরে দিয়েছিল? কী বিশ্রি গন্ধ।
সর্বনাশ! যা ভেবেছি… ট্রাঙ্ক খুলে ওরা সেই কাঠের বাক্সটাই নিয়ে গেছে। ওটার ভেতরেই পিতলের বাক্সে মুন্ডুটা ছিল…
ভোরবেলা…
কাকাবাবু কোথায় গেলেন? বেঁচে আছেন তো? কাকাবাবুকে খুঁজে বার করতেই হবে। কিন্তু একা একা কী করব? আমার কথা কেউ কি বিশ্বাস করবে?

শোনো, তোমরা দুজনে শ্রীনগরে চলে যাও। এখানে একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। আমি মন্টুর সঙ্গে থাকছি।
পাগল নাকি? আমরাও থাকব তা হলে। কন্ডাক্টরকে বলো—
লক্ষ্মীটি, শ্রীনগরে তো সব ঠিক করাই আছে, তোমাদের কোনও অসুবিধা হবে না। এখানে থাকলেই বরং অসুবিধা হবে। আমি একদিন পরেই আসছি।
আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এই মন্টু, কী হয়েছে বল তো?
যা হয়েছে পরে শুনতে পাবে। চিন্তা কোরো না, আমি কালই যাচ্ছি।
এবার খুলে বলো তো কী হয়েছিল? কাকাবাবু সকালে বেরিয়ে আর ফেরেননি?
সুচা সিংহ নামের একজন লোকের সঙ্গে কাকাবাবুর ঝগড়া হয়েছিল। সেই লোকটাই তাঁবুতে রাত্তিরে আমার হাত পা বেঁধে রেখে যায়।
কী করে বুঝলেন সেই লোকটা সুচা সিংহই?
সুচা সিংহের বাঁ হাতের একটা আঙুল কাটা। আমার মুখ চেপে ধরবার সময় দেখেছি।
থানায় খবর দিয়েছ?
দাওনি! চলো, আগে সেখানেই যাই।
সিদ্ধার্থদাকে যখন পেয়েছি একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।
থানায়...
এতো তাজ্জব কী বাত! এখানে এরকম ঘটনা কখনও ঘটে না। দিনের বেলা একটা লোক উধাও হয়ে যাবে কী করে? তা ছাড়া সুচা সিংহের নামে তো কেউ কোনওদিন অভিযোগ করেনি।
চলুন, এনকোয়ারি করে দেখা যাক—
পোস্ট অফিসে...
গতকাল টেলিগ্রাম করতে যে তিনজন এসেছিলেন, তার মধ্যে ওই রকম চেহারার কেউ আসেনি।
তাঁবুতে...
চোর দেখছি সব লণ্ডভণ্ড করে গেছে। সুচা সিংহ এসব কাণ্ড করবে কেন?
সুচা সিংহের গ্যারাজে...
সুচা সিংহ বিশেষ কাজে বাইরে গেছেন। বিকেলেই ফিরবেন।
সুচা সিংহ ফিরলেই যেন থানায় গিয়ে দেখা করে। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে।

মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। খুব ভাল লোক। পাহেলগামে তাঁর কোনও বিপদ হবে, এ তো পাহেলগামের বদনাম। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। সুচা সিং দোষী হলে শাস্তি পাবেই। আপনারা বিকেলে খবর নেবেন। আমরা সব জায়গায় পুলিশকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।
সন্তু, সকাল থেকে কিছু খেয়েছ? মুখ যে একেবারে শুকিয়ে গেছে। অত চিন্তা কোরো না।
সিদ্ধার্থদা, পুলিশকে আমি সব কথা বলিনি। আমাদের একটা দারুণ দামি জিনিস চুরি গেছে।
কী?
আমরা সম্রাট কনিষ্কর মুণ্ডু আবিষ্কার করেছিলাম।
কী? কী বললে? কার মুণ্ডু?
সম্রাট কনিষ্কর মুণ্ডু! যে বাক্সটায় মুণ্ডুটা ছিল। সুচা সিং সেই বাক্সটা নিয়ে গেছে।
কী বলছ তুমি, সন্তু! এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার!
ইতিহাসের দিক থেকে এর মূল্য কী তা বলে বোঝানো যাবে না। সেটা এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে? অসম্ভব।
কিছুক্ষণ পর...
এটা যেমন করেই হোক বাঁচাতেই হবে।
ইতিহাস না জানলে ওটার তো কোনও দামই নেই। সুচা সিং ওর মূল্য কী বুঝবে! সে নিতে চাইবেই বা কেন?
কাকাবাবু বলেছিলেন, বিদেশের মিউজিয়ামগুলো জানতে পারলে নাকি ওটার জন্য লাখ লাখ টাকা দাম দিতে চাইবে।
তার আগে তো জানতে হবে, মুণ্ডুটা কার! কাকাবাবু নিশ্চয়ই সুচা সিংকে বলে দেবেন না।
সিদ্ধার্থদা, বাগানের ওই কাশ্মীরি মহিলাই মনে হয় সুচা সিংয়ের স্ত্রী।
সুচা সিং বাক্সটা খুলে দেখতে চেয়েছিল। ওর ধারণা কাকাবাবু এখানে সোনার খোঁজে এসেছেন।
সোনা না পেয়ে নিশ্চয়ই কাকাবাবুকে ছেড়ে দেবে। শুধু শুধু কি আর আটকে রাখবে বা মারবে?
পুলিশের উপর নির্ভর করলেই হবে না। ওই পাথরের মুণ্ডুটার মূল্য পুলিশও বুঝবে না।
চলো, দেখা যাক।
আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে সুচা সিং আসলে নিজের বাড়িতেই লুকিয়ে আছে। ওর লোকেরা পুলিশকে মিথ্যে কথা বলেছে?
সুচা সিংহের বাড়ির খোঁজ পেতে খুব কষ্ট করতে হল না।
হ্যাঁ, এহি সিংহজিকা ঘর!

বহিনজি, সিংজি বাড়িতে আছেন? এই ছেলেটি খুব অসুস্থ। আজই শ্রীনগরে গিয়ে একে বড় ডাক্তার দেখাতে হবে। সুচা সিংহ যদি একটা গাড়ি দেন।
উনি বাড়ি নেই। গাড়ি ভাড়া নিতে হলে আপনারা গ্যারাজে গিয়ে দেখতে পারেন।
গ্যারাজে খালি গাড়ি নেই। একটা মাত্র আছে – কিন্তু সিংহজির হুকুম ছাড়া সেটা পাওয়া যাবে না। সিংহজি খুব দূরে কোথাও গেছেন নাকি?
খুব দূর নয়। দেওগিরি গাঁয়ে আমাদের একটা বাড়ি আছে। সেখানে গেছেন কাল। কবে ফিরবেন সে-কথা তো কিছু বলেননি।
দেওগিরি গ্রামটা কোথায় যেন? খাদি-এর কাছেই না?
না, ওদিকে নয়। সোনমার্গের রাস্তায়। লিডার নদী ছাড়িয়ে বাঁ দিকে গেলেই।
হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাম শুনেছি। দেওগিরি তো খুব সুন্দর জায়গা।
পরে থানায়...
আপনারা এত অধৈর্য হয়েছেন কেন? আজ সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখুন।
কিন্তু...
সুচা সিংহকে কালকেই আপনাদের সামনে হাজির করাব। কোনও চিন্তা নেই।
চলো সন্তু, আমরা নিজেরাই দেওঘর গিয়ে দেখব। সুচা সিংহের স্ত্রী নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেননি।
অনেক কষ্টে এই গাড়িটা পাওয়া গেল। এটা আমাদের দেওঘরে নামিয়ে দেবে। ফেরার সময় যা হোক একটা ব্যবস্থা হবে।
দেওঘর...
রাস্তায় একটাও মানুষ নেই। সিদ্ধার্থদা সুচা সিংহের বাড়ি কী করে খুঁজে বের করবেন?
কাউকে জিজ্ঞেস করারও উপায় নেই।
?!
কাকাবাবুর ক্রাচ! তা হলে কি কাকাবাবুকে ওরা...
তুমি আগেই ভয় পাচ্ছ কেন? কাকাবাবু হয়তো ইচ্ছে করেই এটা ফেলে গেছেন...
আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কাকাবাবু কাছাকাছিই কোথাও আছেন।
...চিহ্ন রাখবার জন্য। ওঁর খোঁজে যদি কেউ আসে তা হলে এটা দেখেই বুঝতে পারবে।
পাশ দিয়ে এই যে সরু রাস্তাটা গেছে, চলো এটা দিয়ে গিয়ে দেখা যাক।
এই যে, আর-একটা ক্রাচ!
আর সন্দেহই নেই, ঠিক জায়গাতেই এসে গেছি।
একটা দোতলা কাঠের বাড়ি। কোনও মানুষজন দেখা যাচ্ছে না।
একটা লোককে লুকিয়ে রাখার পক্ষে বেশ ভাল জায়গা।

সিদ্ধার্থদা, যদি অনেক লোক থাকে?
তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি সন্তু? রড দুটো দুজনের হাতে থাক। বেশ শক্ত আছে। দরকার হলে কাজে লাগবে।
বাড়িটাতে একটাও মানুষ দেখা যাচ্ছে না। কেউ আছে বলে মনেই হচ্ছে না। সন্ধে হয়ে গেল। এরপর আমরা ফিরবই বা কী করে, সিদ্ধার্থদা?
সে ভাবনা পরে হবে। ফিরতে না পারি ফিরব না। কিন্তু না দেখে তো যাওয়া যায় না।
কিছুক্ষণ পর...
সাবধানে, আমার পেছন পেছন চলে এসো।
সিঁড়ির পাশের ঘরটা তালাবন্ধ হলেও জানলাটা খোলাই আছে...
মনে হচ্ছে, চৌপাইতে একজন মানুষ শুয়ে আছে!
!
কাকাবাবু!
ম্ ম্ ম্
তালাটা বড় হলেও বেশি মজবুত নয়...
রডের একদিকটা তালাটার মধ্যে ঢুকিয়ে...
কড়াক
...হ্যাঁচকা টান দিতেই তালাটা খুলে এল।
দেখে কি মনে হচ্ছে আমার তালা ভাঙার প্র্যাকটিস আছে? কিন্তু জীবনে এই প্রথম তালা ভাঙলাম।
কাকাবাবু! কাকাবাবু!
?
দড়াম!
!
দরজাটা খুলতেই পারছি না। ওপাশ থেকে কেউ টেনে ধরে আছে। একটুও ফাঁক হচ্ছে না।

কে?
কাকাবাবু, আমি সন্তু, আমার সঙ্গে সিদ্ধার্থদা।
তোমরা আবার একরকম বিপদের ঝুঁকি নিতে গেলে কেন?
কাকাবাবু, তোমাকে মেরেছে ওরা?
এরা বিপজ্জনক লোক। তোমরা নিজেরা না এসে পুলিশকে খবর দিলে পারতে...
পুলিশকেও খবর দিয়েছি। আমাদের পেছন পেছনই আসছে।
হাঃ হাঃ আসুক, আসুক! অনেক জায়গা আছে। আরামসে থাকার সবরকম ব্যবস্থা আছে এখানে।
এই ছোকরাটি কে খোকাবাবু? একে তো আগে দেখিনি।
সুচা সিং, আমার চশমাটা দাও। তোমার লোক জোর করে খুলে নিয়েছে।
আরও অনেককে দেখবে। পুলিশকে এই জায়গাটার নাম বলে এসেছি। আজ হোক, কাল হোক পুলিশ এখানে ঠিক এসে পড়বে।
আসুক না! পুলিশকে আমি পরোয়া করি না।
এই নাকি। খুব অন্যায়। তা এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনাকে তো এখন পড়ালিখা করতে হচ্ছে না।
সুচা সিং, তুমি আমাদের শুধু শুধু আটকে রেখেছ। আমাদের ছেড়ে দাও!
তোমার ধারণা ভুল। আমি তোমার খবর জানি না।
সুচা সিং, পাথরের মূর্তি দিয়ে দাও। ওটা যেন কোনও রকমে নষ্ট না হয়। ওটা তোমার কোনও কাজে লাগবে না।
আপনাকে ছেড়ে দিতে কোনও আপত্তি নেই। এক্ষুনি ছেড়ে দিতে পারি। আপনি শুধু আমার কথাটা শুনুন।
ঠিক আছে। এখন আপনার নিজের লোক এসে গেছে। বাতচিত করুন। দেখুন যদি আপনার মত পালটায়।
ঠিক থাকবে। সব ঠিক থাকবে।

ওকে আমি ছাড়ব না।
লোকটা পাগল হয়ে গেছে। ওর জন্য আমার এত পরিশ্রম মাটি হয়ে যাবে।
কাকাবাবু, তোমাকে কী করে নিয়ে এল এখানে?
আমাকে ধরে আনা খুবই সোজা। দৌড়তেও পারি না, মারামারিও করতে পারি না। পোস্ট অফিসের দিকে যাচ্ছিলাম। নির্জন রাস্তায় হঠাৎ দুটো লোক জোর করে আমাকে তাদের গাড়িতে তুলে নিল।
?!
একজন আমার পাঁজরায় ছুরি চেপে ধরেছিল। কাল সারা দিন রেখে দিয়েছিল ওদের গ্যারাজের পেছনের একটা ঘরে। সন্ধেবেলা নিয়ে এল এই বাড়িতে।
কাকাবাবু, তোমার হাতে লাগল কী করে?
গরম লোহার ছ্যাঁকায়। সুচা সিংহ সব ব্যবহার করে আমাকে বশে আনতে চায়। ওর একজন সঙ্গী গরম লোহা কাছে এনে ভয় দেখাতে দেখাতে সত্যি সত্যি ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিল।
আ-আ-আ
সুচা সিংহ তখন বকল লোকটাকে।
ও কী চায়?
ওর বিশ্বাস আমি কোনও গুপ্তধন কিংবা সোনার খনি আবিষ্কার করেছি।
সেই যে কাঠের বাক্সটা দেখাইনি, তাতেই ওর সন্দেহ হয়েছে। বার বার এক কথা, ওকে আমি গুপ্তধনের সন্ধান দিলে ও আমাকে আধা বখরা দেবে।
সুচা সিংহ আপনাদের তাঁবু লণ্ডভণ্ড করে পাথরের মূর্তি নিয়ে এসেছে।
মূর্তিটার জন্য আমার ব্যাকুলতা আর মূর্তিটার মাথায় লেখা কয়েকটি অক্ষর দেখে ওর দৃঢ় ধারণা — ওতেই আছে গুপ্তধনের সন্ধান।
আমার সামনে মূর্তিটা আছড়ে মেরে ভেঙে ফেলতে গিয়েছিল, আমি ওর পা জড়িয়ে ধরেছিলাম।
ও যদি মূর্তিটার কোনও ক্ষতি করে, আমি ওকে খুন করে ফেলব।
ওকে দমন করার কোনও সাধ্য আমাদের নেই। ওর সঙ্গে আরও দু'জন আছে।
জানলাটা তত বোধহয় খুব শক্ত হবে না। আমরা চেষ্টা করলে এখান থেকে পালাতে পারি।
ঘণ্টা চারেক বাদে...
কী প্রোফেসর সাব, মত বদলালেন?
ওই মূর্তিটা দেব? অসম্ভব। তার বদলে আমি মরতেও রাজি আছি। তোমরা বরং যাও—

সিংহজি, তোমাকে সত্যিই বলছি। আমি কোনও গুপ্তধনের খবর জানি না।
আপনারা বাঙালিরা খুব ধড়িবাজ!
এত টাকাপয়সা খরচ করে, এত কষ্ট করে আপনি শুধু ওই মূর্তিটা খুঁজতে এসেছিলেন? এই কথা আমি বিশ্বাস করব?
ওটার জন্য আসিনি, এমনি হঠাৎ পেয়ে গেছি।
তা হলে ওটা কোথায় পেয়েছেন বলুন। ওটা কিসের মূর্তি? কোনও দেওতার?
আপনারা যেখানে গিয়েছিলেন, সেখানে কোনও মন্দির নেই। পাথরের মূর্তি এল কোথা থেকে?
আমরা ওটা যেখানে পাই না কেন, তার জন্য তুমি আমাদের আটকে রাখবে? দেশে আইন নেই? পুলিশের হাত থেকে তুমি বাঁচতে পারবে?
আমাকে পুলিশের ভয় দেখিও না।
আঃ!
চুপচাপ থাকো। তোমার মতন ছোকরাকে আমি এক রদ্দা দিয়ে কাত করে দিতে পারি। আমি প্রোফেসরের সঙ্গে কথা বলছি।
আমার আর কিছু বলার নেই।
আরে, বাস্! খাবারগুলো তো দারুণ দিয়েছে! বন্দি করে রেখে কেউ এরকম খাবার দেয় কখনও শুনিনি।
তোমরা ও খাবার এখনই খেও না। যদি বিষ মেশানো থাকে? আমি বৃদ্ধ মানুষ, মরলে ক্ষতি নেই। আমিই প্রথমে খেয়ে দেখছি।
বিষ মেশানো থাক আর না থাক, এরকম খাবার চোখের সামনে দেখেও না খেয়ে থাকতে পারব না।
শোবার ঘর...
কম্বলটা কী নোংরা রে বাবা!
এখান থেকে একটু চেষ্টা করলেই পালিয়ে যাওয়া যায়।
কনিষ্কর মূর্তিটা না পেলে আমি কিছুতেই যাব না। বেশি কিছু করতে গেলে ও হয়তো মূর্তিটা ভেঙে ফেলতে পারে।

সকালবেলা...
ভ্রু-উঁ-উঁ-ম...
গাড়ির আওয়াজ, নিশ্চয়ই পুলিশ!
নাহ্। পুলিশ নয়। মুচা সিংহই।
কী সিংহজি, সকালবেলা আমাদের চা খাওয়াবে না?
জানলাসে হটি যাও! আমি প্রোফেসরের সঙ্গে কথা বলব!
এই যে খোকাবাবু, তোমার আঙ্কলের চশমাটা নিয়ে যাও।
দেখুন প্রোফেসর সাব, আপনি যা চাইছেন দিচ্ছি। এবার আমার কথা শুনবেন।
মুচা সিংহ, তুমি আমাদের ছেড়ে দাও। আমি কথা দিচ্ছি পুলিশকে আমরা কিছু জানাব না।
এক কথা বার বার বলতে আমি পছন্দ করি না। আমি পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। আমার কথা শুনবেন কিনা!
আপনি ঘরের মধ্যে এসে বসুন, আমরা এ ব্যাপারে আলোচনা করব।
চোপ! তোমার কোনও কথা শুনতে চাই না!
!
কী প্রোফেসর সাব, কিছু ঠিক করলেন?
সিংহজি, ঈশ্বরের নামে অনুরোধ করছি, তুমি ওটাকে ওভাবে ধোরো না! পড়ে গেলে ভেঙে যাবে!

সিংহজি, তুমি ওটা ফেরত দাও, তোমাকে তার বদলে আমি পাঁচ হাজার টাকা দেব।
পাঁচ হাজার? একটা পাথরের মূর্তির দাম পাঁচ হাজার! তা হলে এক লাখ রুপিয়ার কম আমি ছাড়ব না।
এক লাখ টাকা আমার নেই, থাকলে দিতাম। ও মূর্তিটার বাজারে কোনও দাম নেই। আমার কাছেই শুধু ওর দাম।
ও সব চালাকি ছাড়ুন! খাঁটি কথাটা কী বলুন!
বেতমিজ!
আহ!
সিদ্ধার্থ, শিপলির ওটা ছেড়ে দাও! ভেঙে যাবে!
আমার সঙ্গে জোর দেখানো? খুলে নেব হাত!
আ-আ...
ওঁকে ছেড়ে দিন। আর কখনও এরকম করবে না!
প্রোফেসর, শুনলে না আমার কথা। তা হলে থাকো এখানে। আমি জঙ্গলে চললাম, ওখানে আমার এক দোস্ত পাথরের দোকানদার। তাকে দেখাব জিনিসটা।
তোমাদের মারব না। কাল আমার লোক এসে তোমাদের ছেড়ে দেবে।
এর প্রতিশোধ নেবই। শয়তানটাকে উচিত শিক্ষা দেব।
সিদ্ধার্থদা, তোমার লাগেনি তো?
এখন এক মিনিটও সময় নষ্ট করার উপায় নেই। শিপলির দরজা ভাঙতে হবে।
আরও জোরে ধাক্কা মারো। দরজায় ফাটল দেখা দিয়েছে।
দুম দুম!
কিছুক্ষণ পরে...
দড়াম!
আমি দৌড়তে পারব না, তোমরা দুজনে দৌড়ে যাও। বড় রাস্তায় গাড়ি থামাবার চেষ্টা করো। আমি পেছনেই আসছি।
থামল না। আর একটু হলে চাপা দিয়ে যেত।
খানিক বাদে...
বাসটাও থামল না।
এখানকার বাস মাঝরাস্তায় থামে না।

আর-একটা গাড়ি আসছে! এটা থামাতেই হবে। এসো, সবাই মিলে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াই।
এটা মিলিটারি ভ্যান। এরা কিছুতেই থামে না।
থামাতেই হবে। না হয় চাপা দেয় দিক।
পিপ পিপ
হোয়াট্‌স দ্য ম্যাটার জেন্টেলম্যান?
আপনি তো এক্স কর্নেল? আপনাকে আমাদের সাহায্য করতেই হবে।
একটুও সময় নষ্ট করা যাবে না। না হলে দেশের এক মূল্যবান সম্পদ এক পাগলের হাতে নষ্ট হয়ে যাবে।
আপনি যাই বলুন, ডিউটির সময় আমি অন্য কারও কথা শুনতে বাধ্য নই।
আপনাকে আমার দেশের মানুষ হিসেবে অনুরোধ করছি। দেশের এক ঐতিহাসিক সম্পদ নষ্ট হতে চলেছে...
ঠিক আছে, গেট ইন।
কিছুক্ষণ পর...
ওটা যদি সত্যিই কনিষ্কের মুণ্ড হয়, সেটা তো মস্ত বড় আবিষ্কার। ওটা নষ্ট হলে খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে।
ওদের গাড়ি অনেক দূর চলে গেছে!
আপনারা সুচা সিংহের গাড়ি চিনতে পারবেন তো?
হ্যাঁ, নীল রঙের জিপ। নম্বরও মুখস্থ করে রেখেছি।
আধঘণ্টা পর...
তিনটে গাড়ি দেখা যাচ্ছে। সন্তু, নম্বরটা বলো তো, দেখি ওর মধ্যে আছে কি না!
হ্যাঁ, ওই তো সুচা সিংহের নীল জিপ!
পাহাড়ি রাস্তায় এত জোরে গাড়ি চালানো বিপজ্জনক!
বাসটা কাছে এসে গেছে!
ওগাড়ির ড্রাইভারটা আমাদের এত হর্ন শুনেও জায়গা দিচ্ছে না।
পিপ পিপ
এটা মিলিটারি গাড়ি। বাসটা সহজেই পথ ছেড়ে দিল।
পি-ই-ই-প পিপ
লোকটা পাজি। পাহাড়ি রাস্তায় চট করে ওভারটেকও করা যাবে না।

মাইল দুয়েক বাদে রাস্তা একটু চওড়া দেখে ঝুঁকি নিলেন কর্নেল...
কি-ই-চ কি-ই-চ
ব্যাটার আর কোনও উপায় নেই। এবার ওকে ধরবই।
?!
এবার ওপরে মানুষদের কাছে...
কর্নেল সাব, সাবধান! সুচা সিংহের হাতে আমার রিভলভার!
ও গাড়ির চাকায় গুলি করতে পারি। কিন্তু তাতে গাড়ি উলটে যাবার ভয় আছে।
না, না। সে কাজ করবেন না। আমি সুচা সিংহকে শাস্তি দিতে চাই না। আমার শুধু জিনিসটা ফেরত চাই।
মিলিটারির গাড়ি দেখেও গুলি চালাবে এমন সাহস এখানে কারও নেই।
সুচা সিংহের আর উপায় নেই। কনভয়কে জায়গা দিতেই হবে। পাশ কাটিয়ে যাবার রাস্তা পাবে না।
ওরা দুজন দুদিকে পালাচ্ছে। সুচা সিংহের হাতে কাঠের বাক্সটা...
আগে দেখা যাক ও কী করে!
কেউ এদিকে এলে জানে মেরে দেব!
এক্ষুনি তোমার পিস্তল ফেলে না দিলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!
কেউ আমার কাছে এলে আমি এটা নীচে নদীতে ফেলে দেব!
বিশ্বাস করি না। তোমরা মিলিটারি নিয়ে এসেছ। এটা ফিরিয়ে দিলেই আমাকে ধরবে।
সুচা সিংহ, তোমাকে অনুরোধ করছি, ওটা ফিরিয়ে দাও। গভর্নমেন্টকে বলে তোমাকে আমি পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করব। আমি নিজে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব...
না, সত্যি, বিশ্বাস করো... ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি...
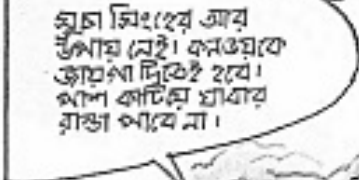
তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।
উফ!
যাক্‌, তা হলে আপদ যাক্‌!
ঝটাপটি করতে করতে দুজনেই পড়ে গেলেন পাথরের ওপাশে…
?
!
দুজনেই অথৈ হয়ে জলে হারিয়েছেন।
খুব কাছে এক জায়গায় গাড়ি পাওয়া যেতে পারে। সেখানেই যাওয়া যাক!
তিন মাস পর কলকাতায়…
জানো। ওর-ও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে।
আমার হাত এবং বুকের তিনটে পাঁজর ভেঙেছে তাতে দুঃখ নেই, তবু দুঃখ হচ্ছে একবার অন্তত সেই মহা মূল্যবান জিনিসটা ছুঁতে পেরেছিলাম। সুচা সিংহ এখন কোথায়?
মন্দ, মুণ্ডুটার কথা কাউকে বলবি না। এরকম একটা ঐতিহাসিক ব্যাপারের সত্যি সত্যি প্রমাণ না পেলে কেউ বিশ্বাস করবে না। সুচা সিংহ যেখান থেকে বাক্সটা ছুঁড়ে দিয়েছিল…
…যেখান থেকে ওটা ঝিলম নদীতেই পড়ার কথা। তিনদিন ধরে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি।
এই পাহাড়টার সব জায়গা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। নদীর অনেকখানি এলাকা জুড়েও খুঁজেছি। অমন মূল্যবান জিনিসটা কোথায় যে গেল!
আমার এখনও মনে হয় ঝিলম নদীর ধারেই কোথাও একদিন ওটা ঠিক পাওয়া যাবে। সেদিন আমাদের কথা সবাই বিশ্বাস করবে।
সমাপ্ত